শ্রীমহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্

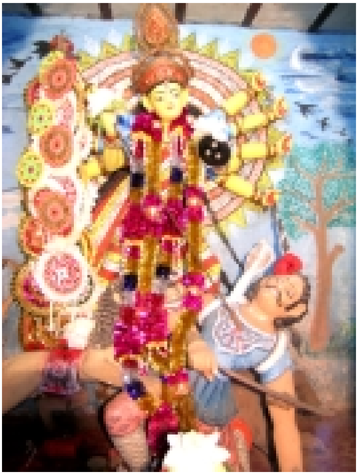

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক ঃ
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
মহালয়া
২৬ আশ্বিন ১৪১১
13 October, 2004
1M1C

ISBN 81-8040-481-1

অক্ষর বিন্যাস
উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

মুদ্রক ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

মা আসছেন। প্রতি বছর শ্রীশ্রীমা দুর্গার এই আগমনী উপলক্ষে দেবীপক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও অন্যান্য শাখাপ্রশাখায় শ্রীমহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্ গীত হয়ে থাকে। স্তোত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণ-কবির লেখনীপ্রসূত, সুললিত, ছন্দমাধুর্যে ও সুরবৈচিত্র্যে অনন্য সাধারণ। প্রতিটি ছত্রে ছত্রে, স্তবকে স্তবকে ভক্তহৃদয়ে ভক্তির সঞ্চারকারী ও প্রেরণাদায়ী এই স্তবগান করে মায়ের অগণিত ভক্তমণ্ডলী দেবীর উদ্দেশে তাঁদের হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য অঞ্জলি দিয়ে তৃপ্ত হন। দুঃখের কথা, এই স্তোত্রটির কোন বাংলা অনুবাদ এতদিন ছিল না। সম্প্রতি, এটির অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন আমাদেরই এক স্বেচ্ছাব্রতী কর্মী শ্রীতারকনাথ দে।

এই স্তোত্রগীতির সঙ্গে আর দুটি স্তোত্র—যথা স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 'অম্বা-স্তোত্রম্' এবং শঙ্করাচার্য বিরচিত 'ভবান্যষ্টকম্'ও একই সঙ্গে এই উপলক্ষে মঠ ও মিশন কেন্দ্রসমূহে গাওয়া হয়ে থাকে। ভক্তিরস সঞ্চারে ও ভাব সম্পদের দিক থেকে স্তোত্রদুটি যে অনুপম তা আমাদের বলার অপেক্ষা রাখে না। বহুদিন থেকে এই স্তোত্র তিনটির একখানি সঙ্কলন প্রকাশের পরিকল্পনা আমাদের ছিল। এ বছর এটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

এই সঙ্কলনে স্বামীজীর 'অম্বা-স্তোত্রম্' উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ড হতে এবং শঙ্করাচার্যের ভবান্যষ্টকম্ স্বামী গম্ভীরানন্দজী সম্পাদিত উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'স্তবকুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য 'ভবান্যষ্টকম্'-এর অন্বয় ও অনুবাদ করেছেন পরম পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ স্বয়ং।

আশাকরি, এই পুস্তিকাটি ভক্তবৃন্দের বহুদিনের চাহিদা পূরণ করবে এবং তাঁদের কাছে এটি যথাযথ সমাদর লাভ করবে।

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

মহালয়া, ১৪১১ বঙ্গাব্দ
উদ্বোধন কার্যালয়,
কলকাতা—৭০০ ০০৩

শ্রীমহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্
(শ্রীরামকৃষ্ণ-কবি বিরচিত)

অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ববিনোদিনি নন্দিনুতে
গিরিবরবিন্ধ্যশিরোঽধিনিবাসিনি বিষ্ণুবিলাসিনি জিষ্ণুনুতে।
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠকুটুম্বিনি ভূরিকুটুম্বিনি ভূরিকৃতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ॥ ১ ॥

অয়ি (হে মাতঃ), গিরিনন্দিনি (হিমালয়-কন্যা উমা বা পার্বতী) নন্দিত মেদিনি (মেদিনী অর্থাৎ বিশ্বের আনন্দদায়িনী) বিশ্ববিনোদিনি (বিশ্বের আনন্দদায়িনী) নন্দিনুতে (শিবের প্রধান অনুচর নন্দী বা নন্দিকেশ্বর যাঁর উপাসক) গিরিবর (পর্বতশ্রেষ্ঠ) বিন্ধ্যশিরঃ অধিনিবাসিনি (বিন্ধ্যপর্বতশৃঙ্গের অধিবাসিনী) বিষ্ণুবিলাসিনি (ভগিনী হিসেবে বিষ্ণুর অনুরাগিনী) জিষ্ণুনুতে (জিষ্ণু অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র যাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন) শিতিকণ্ঠ (শিব) শিতিকণ্ঠকুটুম্বিনি (শিবের যিনি কুটুম্ব) ভূরিকুটুম্বিনি (বিশ্বের সকলেই যাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত) ভূরিকৃতে (সকলের সৌভাগ্যদায়িনী যিনি) মহিষাসুরমর্দিনি (মহিষাসুরের নিধনকারিণী) রম্যকপর্দিনি (সুন্দর জটাজূটধারিণী) শৈলসুতে (হিমালয়-দুহিতা পার্বতী) ॥ ১ ॥

হে মাতঃ! তুমি গিরিরাজ হিমালয়ের আনন্দদায়িনী উমা। বিশ্ব-ভূমণ্ডলেরও তুমি আনন্দদায়িনী। শিবের প্রধান অনুচর নন্দী বা নন্দিকেশ্বর তোমার উপাসনা করেন। তুমি পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যাচল পর্বতের শৃঙ্গোপরি বাস কর, তুমি বিষ্ণুর ভগিনী, তাই বিষ্ণু তোমার প্রতি অনুরক্ত। দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার শ্রীচরণে প্রণত

হন। তুমি শিতিকণ্ঠ অর্থাৎ শিবের পরিবারভুক্তা এবং বিশ্বের সকলেই তোমার কুটুম্ব, তুমি বিশ্ববাসী সকলের সৌভাগ্যদায়িনী।

হে হিমালয়দুহিতা, সুন্দর জটাজূটধারিণী পার্বতী, তুমিই মহিষাসুর সংহার করেছ, তোমার জয় হোক। [এ অংশটি প্রত্যেক স্তবকের শেষে অন্তর্ভুক্ত আছে বলে ধরতে হবে।] ॥ ১ ॥

সুরবরবর্ষিণি দুর্ধরধর্ষিণি দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে
ত্রিভুবনপোষিণি শঙ্করতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে।
দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি দুর্মদশোষিণি সিন্ধুসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ॥ ২ ॥

সুরবরবর্ষিণি (দেবগণের বরদাত্রী), দুর্ধরধর্ষিণি (দুষ্টশক্তির দমনকারিণী) দুর্মুখমর্ষিণি (দুর্মুখ অর্থাৎ অশুভশক্তির বিনাশকারিণী) হর্ষরতে (যিনি সদানন্দময়ী) ত্রিভুবনপোষিণি (তিন ভুবনের যিনি পালনকর্ত্রী) শঙ্করতোষিণি (শিব-শঙ্করের হ্লাদিনীশক্তি) কিল্বিষমোষিণি (জগতের পাপ বিমোচনকারিণী) ঘোষরতে (অট্টহাস্যকারিণী) দনুজনিরোষিণি (দানবগণের গর্বখর্বকারিণী বা দর্পনাশিনী) দিতিসুতরোষিণি (দিতিসুত অর্থাৎ দৈত্যদের প্রতি ক্রোধান্বিতা) দুর্মদশোষিণি (দুর্ধর্ষশত্রুদের পরাক্রম-বিনাশিনী) সিন্ধুসুতে (পার্বতী বা উমাকে সাগরদুহিতাও বলা হয়)। (শেষ পঙক্তিটির শব্দার্থ আগের স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ২ ॥

হে মাতঃ! তুমি স্বর্গের দেবতাগণকে বরদান কর। দুষ্ট ও অশুভশক্তির দমন ও বিনাশসাধন কর। তুমি সদা আনন্দময়ী। ত্রিভুবনের তুমি পালয়িত্রী। তুমি শঙ্করের হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা। তুমি জগতের পাপবিমোচন কর আর (অসুরদের বিরুদ্ধে) রণ-উল্লাসে

তুমি অট্ট-হাস্য কর। দানবদের দর্পহারিণী, তুমি তাদের প্রতি ক্রোধান্বিতা এবং দেবতাদের সব দুর্ধর্ষ শত্রুগণের তুমি পরাক্রমনাশ কর, তুমি সিন্ধুকন্যা পার্বতী। [শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ] ॥ ২ ॥

অয়ি জগদম্ব মদম্ব কদম্ব বনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে
শিখরি শিরোমণি তুঙ্গহিমালয় শৃঙ্গনিজালয় মধ্যগতে।
মধুমধুরে মধুকৈটভগঞ্জিনি কৈটভভঞ্জিনি হাসরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ॥ ৩ ॥

অয়ি (হে মাতঃ), জগদম্ব (জগতের জন্মদাত্রী জননী বা জগজ্জননী, জগন্মাতা) মদম্ব (আমার মা) কদম্ববন (কদম্বপুষ্পবৃক্ষের অরণ্য) প্রিয়বাসিনী (সেই অরণ্যকে ভালবেসে আনন্দে যিনি সেখানে বাস করেন) হাসরতে (শুচিস্মিতা, আনন্দে যিনি স্মিতহাস্যময়) শিখরি শিরোমণি (শিরোপরি শোভিত রত্নের ন্যায়) তুঙ্গ হিমালয় (সুউচ্চ হিমালয় পর্বত) শৃঙ্গ-নিজালয় (শিখরদেশে অবস্থিত নিজ আবাসগৃহ) মধ্যগতে (মধ্যে অবস্থিত) মধুমধুরে (সুমিষ্ট মধুপানরতা) মধুকৈটভগঞ্জিনি (মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের বিমোহনকারিণী) কৈটভ ভঞ্জিনি (কৈটভ নামক দৈত্যের বিনাশকারিণী) হাসরতে (মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়িনীর হাসি যিনি হাসছেন) [শেষ পঙক্তিটির শব্দার্থ প্রথম স্তবকের শেষ-পঙক্তির অনুরূপ] ॥ ৩ ॥

অয়ি মাতঃ! তুমি জগতের মাতা এবং আমারও তুমি জননী। সদাসুস্মিতবদনা তুমি কদম্বপুষ্প বনে মহানন্দে বাস কর। সুউচ্চ হিমালয় পর্বতের শিরোপরি রত্নস্বরূপ বিরাজিত গিরিশৃঙ্গ মধ্যে অবস্থিত তোমার আপন আবাস। তুমি সুমিষ্ট মধু পান কর। মধু

ও কৈটভ এই দুই দৈত্যের তুমি বিমোহনকারিণী, কৈটভের বিনাশে তুমি হেসেছিলে বিজয়িনীর অট্টহাসি। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৩ ॥

অয়ি শতখণ্ড বিখণ্ডিতরুণ্ড বিতুণ্ডিতশুণ্ড গজাধিপতে
রিপুগজগণ্ড বিদারণচণ্ড পরাক্রমশুণ্ড মৃগাধিপতে।
নিজভুজদণ্ড নিপাতিতখণ্ড বিপাতিতমুণ্ড ভটাধিপতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ॥ ৪ ॥

অয়ি (হে মাতঃ), শতখণ্ড (শত্রুকে শতখণ্ডবিখণ্ডকারিণী মহাশক্তি) বিখণ্ডিতরুণ্ড (রুণ্ড অর্থাৎ কবন্ধ, মুণ্ডহীন দেহ, সেও বিখণ্ডিত, এখানে হস্তীমুখ দৈত্যের কথা বলা হচ্ছে); বিতুণ্ডিত-শুণ্ড (শুণ্ড, হাতির শুঁড়, সেই শুঁড় বিতুণ্ডিত, তুণ্ড অর্থাৎ মুখ থেকে খসে গেছে—অর্থাৎ হস্তীমুখ দৈত্যের শুঁড় মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে) গজাধিপতে (গজ অর্থাৎ হস্তীর অধিপতি দেবী চামুণ্ডা, যিনি গজচর্ম পরিহিতা) রিপু-গজগণ্ড (শত্রুসৈন্যদলে যেসব হস্তীদল তাদের গণ্ডদেশ বা কপোল অর্থাৎ গাল) চণ্ডপরাক্রমশুণ্ড (চণ্ডের সব পরাক্রমশালী শুণ্ড অর্থাৎ হস্তীবাহিনীকে); বিদারণ (বিদারণ করেছেন অর্থাৎ ফাটিয়ে দিয়েছেন বা সেই ভাবে সেই হস্তীযূথকে নিহত করেছেন), মৃগাধিপতে (মৃগ বা সিংহের অধিপতি অর্থাৎ সিংহ যাঁর বাহন, সেই দেবী দুর্গা) নিজভুজদণ্ড (নিজ হস্তে দণ্ড অর্থাৎ শাস্তি বিধান করেন যিনি) নিপাতিত খণ্ড (খণ্ড বিখণ্ড করে কেটে যাদের তিনি নিপাতিত করেন বা নিধন করেন এবং সেইভাবে দণ্ড দেন) বিপাতিত (পরাভূত) মুণ্ড ভটাধিপতে (মুণ্ড যে ভটাধিপতি অর্থাৎ ভট বা সেনার অধিপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ) বিপাতিত মুণ্ডভটাধিপতে (মুণ্ড সেনাপতিকে যিনি পরাভূত করেছেন) (পরের পঙক্তির শব্দার্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৪ ॥

হে মাতঃ! তুমি দেবতাদের শত্রু সেই দানবদের শতখণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ, হস্তীমুখ দৈত্যদের মুণ্ড তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ। হে গজচর্মপরিহিতা দেবী চামুণ্ডে, তুমি চণ্ডের পরাক্রমশালী সব হস্তীগুলির গণ্ডদেশ বিদীর্ণ করে দিয়েছ, হে সিংহবাহনা দেবী দুর্গে! তুমি সেনাধিপতি মুণ্ডকেও নিজ হস্তে বিখণ্ডিত করে শাস্তিদান করেছ। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৪ ॥

অয়ি রণদুর্মদ শত্রুবধোদিতদুর্ধরনির্জর শক্তিভৃতে
চতুরবিচার ধুরীণমহাশিব দূতকৃত প্রমথাধিপতে।
দুরিতদুরীহ দুরাশয়দুর্মতি দানবদূত কৃতান্তমতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ॥ ৫ ॥

অয়ি (হে মাতঃ), রণদুর্মদ (দুর্ধর্ষ ও গর্বোদ্ধত যুযুধান) শত্রুবধোদিত (শত্রুসৈন্যদের নিধনকার্যের মাধ্যমে প্রমাণিত) দুর্ধর নির্জর (নির্জর অর্থাৎ জরাহীন দেবতাদের দুর্ধর অর্থাৎ অপরাজেয়) শক্তিভৃতে (শক্তির অধিকারিণী তুমি) চতুরবিচার ধুরীণ (কুশল ও ধুরন্ধর পরামর্শদাতা) প্রমথাধিপতে মহাশিব (প্রমথ অর্থাৎ শিবের অনুচর, তাদের অধিপতি প্রমথাধিপতি অর্থাৎ শিব বা মহাশিব) দূতকৃত (দৌত্যকার্য করিয়েছ অর্থাৎ দূত হিসেবে দানবদের কাছে পাঠিয়েছ); (শিব যিনি দেবতাদের পরামর্শদাতা, তাঁকে দানবরাজ শুম্ভের কাছে দেবতাদের দূত হিসেবে দৌত্যকার্যে পাঠিয়েছ।) দুরিতদুরীহ (অতি পাপিষ্ঠ); দুরাশয় দুর্মতি (সাতিশয় দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন) দানবদূত (দানবগণের দূত বা দানব প্রতিনিধি, যারা শুম্ভের হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল) কৃতান্তমতে (যমদ্বারে প্রেরিত হয়েছিল বা নিহত হয়েছিল), (শেষ পঙক্তিটির শব্দার্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৫ ॥

হে মাতঃ! তুমি যে সকল দেবদেবীগণের অদম্য শক্তিসমূহের যুগপৎ অধিকারিণী, তা রণক্ষেত্রে তুমি যেভাবে গর্বোদ্ধত ও দুর্ধর্ষ সব অসুর সেনাদের নিধন করেছ তার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তুমি দেবতাদের ধুরন্ধর ও কুশল পরামর্শদাতা প্রমথাধিপতি মহাশিবকে দূত হিসেবে দানবরাজ শুম্ভের কাছে প্রেরণ করেছ আর সেই দানবরাজের অতি পাপিষ্ঠ ও অতি দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন সব দানবপ্রতিনিধিদের (যাঁরা তার হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল তাদের) যমালয়ে প্রেরণ করেছ। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৫ ॥

অয়ি শরণাগত বৈরিবধূবর বীরবরাভয় দায়করে
ত্রিভুবনমস্তক শূলবিরোধি শিরোঽধিকৃতামল শূলকরে।
দুমিদুমিতামর দুন্দুভিনাদমহোমুখরীকৃত দিগ্মকরে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ॥ ৬ ॥

অয়ি (হে মাতঃ) বীরবৈরি বধূবর (বীর শত্রুসৈন্যদের মহিষীগণ) শরণাগত (তোমার শরণাগত হলে); করে (তোমার শ্রীহস্ত দিয়ে) বরাভয় দায় (বরাভয়দান করেছ) ত্রিভুবনমস্তকশূল (ত্রিভুবনের শিরঃপীড়ার কারণ) বিরোধী শিরঃ (বিরোধী বা শত্রুপক্ষের অর্থাৎ অসুরদলের শির বা প্রধান অর্থাৎ মহিষাসুরকে) অধিকৃত (দমন করেছ) অমলশূল করে (পবিত্র ত্রিশূলধারিণী তুমি) (তার ফলে) দুমিদুমিতামর (দেবতাদের দুম দুম শব্দের) দুন্দুভিনাদ (দুন্দুভি নামক রণবাদ্যের নিনাদে) মহোমুখরীকৃত দিগ্মকরে (পৃথিবীর দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হয়ে উঠেছে) (পরের পঙক্তির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৬ ॥

হে মাতঃ! শত্রুদলের অর্থাৎ অসুরপক্ষের বীর সেনানীগণের

মহিষীগণ তোমার শরণাগত হলে তুমি তোমার শ্রীহস্ত দিয়ে তাদের বরাভয় দান করে সেই সব সেনানীগণকে ক্ষমা করে দিয়েছ। ত্রিভুবনের শিরঃপীড়ার কারণ অসুরপ্রধান মহিষাসুরকে পবিত্র ত্রিশূলধারিণী তুমি দমন করেছ আর তারই আনন্দে স্বর্গের দেবদেবীগণ ত্রিভুবনের দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করে দুম দুম শব্দে দুন্দুভি-নিনাদ করেছেন। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৬ ॥

অয়ি নিজহুংকৃতিমাত্র নিরাকৃত ধূম্রবিলোচন ধূম্রশতে
সমরবিশোষিত শোণিতবীজ সমুদ্ভবশোণিত বীজলতে।
শিবশিবশুম্ভ নিশুম্ভমহাহব তর্পিতভূত পিশাচরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ৭ ॥

অয়ি (হে মাতঃ); নিজ হুংকৃতিমাত্র (নিজের একটা 'হুম' মাত্র শব্দে অর্থাৎ ক্রোধাগ্নিতে) ধূম্রবিলোচন ধূম্রশতে (শত শত ধূম্র অর্থাৎ অসুর, বিশেষ করে ধূম্রবিলোচন বা ধূম্রলোচন) নিরাকৃত (ভস্মীভূত হয়ে অপসৃত অর্থাৎ নিহত) সমর বিশোষিত (রণক্ষেত্রে শুকিয়ে যাওয়া); শোণিতবীজ (রক্তকণিকা [হতে]) সমুদ্ভব (উদ্ভূত হওয়া বা গজিয়ে ওঠা) শোণিত বীজলতে (লোহিত লতা বা লালরঙের লতাগাছ), শিবশিব ('শিব শিব'— এই ধ্বনি বা মন্ত্রোচ্চারণ মধ্যে) শুম্ভ নিশুম্ভ মহাহব (শুম্ভ ও নিশুম্ভের সঙ্গে মহাযুদ্ধে) ভূতপিশাচরতে তর্পিত (মৃত সেই সব অসুরদেহগুলি ভূতপ্রেতাদির পরিতৃপ্তির জন্য অর্পিত)। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৭ ॥

হে মাতঃ! তুমি সক্রোধে একটি মাত্র 'হুম' শব্দ উচ্চারণ করতেই অসুর ধূম্রলোচন ও তার সৈন্যবর্গ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

রণক্ষেত্রে (আহত ও নিহত) অসুরদের গাত্র হতে নির্গত রক্তকণিকা শুকিয়ে গিয়ে এক লোহিত লতাবৃক্ষের আকার নিয়েছিল, আর সেই শোণিত বীজলতার সঙ্গে 'শিব শিব' মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে নিহত শুম্ভ ও নিশুম্ভের দানবদেহ ভূতপ্রেতাদির পরিতৃপ্তির জন্য অর্পিত হলো। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৭ ॥

ধনুরনুষঙ্গ রণক্ষণসঙ্গ পরিস্ফুরদঙ্গ নটৎকটকে
কনকপিশঙ্গ পৃষৎকনিষঙ্গ রসদ্ভটশৃঙ্গ হতাবটুকে।
কৃতচতুরঙ্গ বলক্ষিতিরঙ্গ ঘটদ্বহুরঙ্গ রটদ্বটুকে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ৮ ॥

রণক্ষণসঙ্গ (যুদ্ধকালে) ধনুরনুষঙ্গ (ধনু ও তার অনুষঙ্গ অর্থাৎ তীর—তীর সহ ধনুকে জ্যা-রোপণকালে), (তোমার) কটকে (হাতের বালা) পরিস্ফুরদঙ্গ (ঝলমল করে), নটৎ (নেচে ওঠে) কনক (স্বর্ণ) পিশঙ্গ (পিঙ্গলবর্ণের বাণগুলি) পৃষৎকনিষঙ্গ (তূণীর থেকে) রসদ্ভটশৃঙ্গ (শত্রুসৈন্যদের উচ্চরব) হতাবটুকে (প্রশমিত করে নিক্ষেপ করেছ) কৃতচতুরঙ্গ (অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী ও পদাতিক—এই চারপ্রকার সৈন্যদল নিয়ে); বলক্ষিতিরঙ্গ (সৈন্যদল); ঘটৎবহুরঙ্গ (দাবা খেলেছ); রটদ্বটুকে (যুদ্ধক্ষেত্রে)। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৮ ॥

হে মাতঃ! তীরসহ ধনুকে জ্যা রোপণ করতে গিয়ে তোমার হাতের বালাগুলি ঝলমল করে নেচে উঠেছিল। তুমি অনায়াসেই তোমার তূণীর থেকে স্বর্ণকান্তি পিঙ্গলবর্ণের বাণগুলি শত্রুসৈন্যের

বৃথা কলরব থামিয়ে দিয়ে নিক্ষেপ করেছিলে। শত্রুদলের চতুরঙ্গ বাহিনীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে তুমি কত অনায়াসেই না দাবা খেলার মতো করে যুদ্ধ করেছ। (শেষ পঙক্তির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৮ ॥

জয় জয় জপ্য জয়েজয়শব্দ পরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে
ঝণঝণ ঝিংঝিমি ঝিংকৃতনূপুর শিঞ্জিতমোহিত ভূতপতে।
নটিত নটার্ধ নটী নট নায়ক নাটিতনাট্য সুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ৯ ॥

জয় জয় জপ্য জয়ে জয় শব্দ (জয় ধ্বনির জপন বা পুনরাবৃত্তির শব্দ) পরস্তুতি (পরম স্তুতি, প্রশংসা বা বন্দনাগান), তৎপর (তদনন্তর) বিশ্বনুতে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দ্বারা বন্দিত) ঝণঝণ ঝিংঝিমি ঝিংকৃত নূপুর (নূপুরের ঝনঝন ঝঙ্কার ধ্বনি, ধ্বন্যাত্মক শব্দ) শিঞ্জিত (ভূষণধ্বনি) মোহিত (মুগ্ধ কর) ভূতপতে (দেবাদিদেব শিবকে) নটিত নটার্ধ (তোমার বিজয় অভিযান উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত নৃত্যগীতাদি) নটনটী নায়ক (নটনটী ও নায়কদ্বারা); নাটিত নাট্য (অভিনীত নাট্য); সুগান (সুমধুর সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনিতে) রতে (তুমি রত বা আনন্দিত হও। (শেষ পঙক্তিটির প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৯ ॥

তোমার উদ্দেশে গীত বিশ্বের বন্দনাগান রণক্ষেত্রে উত্থিত তোমার জয়ধ্বনি ও তোমার (উদ্দেশে দেবতাদের) স্তুতিগানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে; তোমার পায়ের নূপুরের ঝনঝন ঝঙ্কারধ্বনিতে দেবাদিদেব শিবও মুগ্ধ। তোমার এই বিজয় অভিযান উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত নট, নটী ও নায়কদ্বারা অনুষ্ঠিত নৃত্যগীতাদি ও সুমধুর

সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি মুখরিত অভিনীত নাট্যানুষ্ঠানে তুমি আনন্দিত হও। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ৯ ॥

অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কান্তিযুতে
শ্রিতরজনী রজনী রজনী রজনী রজনীকর বক্ত্রবৃতে।
সুনয়ন বিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ১০ ॥

অয়ি (হে মাতঃ), (তুমি) সুমনঃ (উত্তম স্বভাবসম্পন্ন) সুমনঃ (দিব্যধামবাসিগণের) সুমনঃ (উদ্যানে প্রস্ফুটিত) সুমনোহর সুমনঃ (সুন্দর ও মনোহর পারিজাত পুষ্প) কান্তিযুতে (কান্তিযুক্তা বা সৌন্দর্য বা ঔজ্জ্বল্যসম্পন্না) শ্রিত রজনী (রজনী অর্থাৎ রাত্রির আশ্রয়ে স্থিত অর্থাৎ চন্দ্র) রজনী করবক্ত্রবৃতে (বক্ত্র অর্থাৎ মুখমণ্ডল করবৃতে অর্থাৎ চন্দ্রকিরণ দ্বারা আলোকিত) সুনয়ন (সুন্দর আঁখি); বিভ্রমর (ভ্রমরসদৃশ), ভ্রমর ভ্রমর (ভ্রমর দ্বারা আচ্ছাদিত পুষ্প), ভ্রমরাধিপতে (ভ্রমর দ্বারা আচ্ছাদিত পুষ্পমাল্যধারিণী তুমি নিজেই 'ভ্রমর' নামধেয়া, কিংবা তুমি ভ্রমরদেরই ঈশ্বরী)। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১০ ॥

হে মাতঃ! সহৃদয় দিব্যধামবাসিগণের উদ্যানে প্রস্ফুটিত পারিজাত পুষ্পের লোভনীয় উজ্জ্বলতার অধিকারিণী তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় আলোকিত হয়ে (তারই মতো) সুন্দর, তোমার নয়নযুগল ভ্রমরাক্ষিসদৃশ, তোমার কণ্ঠে শোভমান যে পুষ্পমাল্য তা ভ্রমরে ভ্রমরে আচ্ছাদিত থাকায়, তুমি নিজেই 'ভ্রমর'

নামধেয়া অথবা 'ভ্রমরদের' ঈশ্বরীরূপে পরিগণিতা। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির মতো) ॥ ১০ ॥

সহিতমহাহব মল্লমতল্লিক মল্লিতরল্লক মল্লরতে
বিরচিত বল্লিক পল্লিক মল্লিক ঝিল্লিক ভিল্লিক বর্গবৃতে।
সিতকৃতফুল্ল সমুল্লসিতারুণতল্লজ পল্লব সল্ললিতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ১১ ॥

সহিতমহাহব (মহাযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত যুদ্ধজয়ী অর্থাৎ বীরবিক্রমশালী) মল্লমতল্লিক (প্রসিদ্ধমল্লযোদ্ধা, মতল্লিক, প্রসিদ্ধ মল্ল, মল্ল-যোদ্ধা) মল্লিত রল্লক (বিবিধ প্রকার মল্ল যুদ্ধাভিজ্ঞ) মল্লরতে (মল্লযুদ্ধে নিরত) বিরচিত (সজ্জিত) বল্লিক (পত্র পল্লবদ্বারা) পল্লিক (পল্লিবালা) মল্লিক (মল্লিকা বা জুঁইফুল দ্বারা সুসজ্জিতা) ঝিল্লিক ভিল্লিক (মক্ষিকাদি) বর্গবৃতে (দ্বারা আবৃত) সিতকৃত (শীর্ণকায় অর্থাৎ অতি কোমল) ফুল্ল (সদ্যোজাত) সমুল্লসিতারুণ (সমুল্লসিত + অরুণ; সমুল্লসিত, মহানন্দে ভরপুর, অরুণ, ঈষৎলালাভ) তল্লজ (অতি উৎকৃষ্ট বা প্রশস্ত) পল্লব (কচি বৃক্ষশাখাপল্লব) সল্ললিতে (অতি সুন্দর)। (শেষ পঙক্তি প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির মতো) ॥ ১১ ॥

হে মাতঃ! তুমি জুঁইফুলের লতার মতো কোমল হয়েও বহুবিধ মল্লযুদ্ধ বিশারদ মল্লবীর যোদ্ধার শক্তিকেও হার মানিয়েছ। কিন্তু তবু মধুমক্ষিকাকুলে সমাকীর্ণ জুঁইফুলে সুসজ্জিতা পল্লিবালার মতো সদ্যোজাত ও ঈষৎলালাভ কচিকচি পত্রপল্লব দ্বারা বেষ্টিতা মহানন্দে পরিপূর্ণা তুমি অতি সুন্দর। (শেষ পঙক্তির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির মতো) ॥ ১১ ॥

অবিরল গণ্ডগলন্মদমেদুর মত্তমতঙ্গজরাজপতে
ত্রিভুবনভূষণ ভূতকলানিধি রূপপয়োনিধি রাজসুতে।
অয়ি সুদতীজন লালসমানস মোহনমন্মথ রাজসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ১২ ॥

অবিরল গণ্ড (গণ্ডদেশ বা গাল বেয়ে অবিরলধারায়); গলন্মদমেদুর (হস্তীর স্নিগ্ধ অশ্রুধারা); মত্তমতঙ্গজ (মদমত্ত হস্তী হতে জাত); রাজপতে (রাজকীয়) ত্রিভুবনভূষণ (ত্রিভুবন যাঁর ভূষণ); ভূত কলানিধি (সর্ববিধ কলাশিল্পের আধার); রূপপয়োনিধি (রূপের সমুদ্র); রাজসুতে (রাজকন্যা) সুদতীজন (সুদতী + ইজন; সুদতী, সুন্দরী বালিকাগণের দ্বারা, ইজন, পূজা প্রাপ্তা বা পূজিতা), লালসমানস (মনের মধ্যে লালস বা মোহ জাগায় এমন), মোহন (কামদেবের শরবিশেষ) মন্মথ (কন্দর্প) রাজসুতে (রাজকন্যা)। (শেষ পঙক্তিটির শব্দার্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১২ ॥

হে মাতঃ! তুমি গণ্ডদেশ বেয়ে অবিরলধারায় স্নিগ্ধ অশ্রুধারা বহমান এমন সব রাজকীয় মদমত্ত হস্তীর অধিকারিণী, ত্রিভুবন তোমার ভূষণ, সর্ববিধ কলাশিল্পের আধার এবং সৌন্দর্যের পয়োধিবিশেষ তুমি গিরিরাজকন্যা এবং তুমি যেন কামদেবের শর বিশেষ, যা তোমার পূজারতা সুন্দরী ললনাদের মনে তোমারই প্রতি মোহাকর্ষণ সৃষ্টি করে দেয়। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১২ ॥

কমলদলামল কোমলকান্তি কলাকলিতামল ভাললতে
সকলবিলাস কলানিলয়ক্রম কেলিচলৎকল হংসকুলে।
অলিকুলসঙ্কুল কুবলয়মণ্ডল মৌলিমিলদ্বকুলালিকুলে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ১৩ ॥

কমলদলামল (কমলদল + অমল; অর্থাৎ কমলদল বা পদ্মপত্রের ন্যায় অমলিন বা নিষ্কলঙ্ক) কোমলকান্তি (কোমল, মনোহর, কান্তি, সৌন্দর্য) কলাকলিতামল (কলা + আকলিত + অমল; কলাকলিত, এক এক কলার আকারে যিনি বর্ধমান সেই অমল চন্দ্র, শুভ্র চন্দ্র), ভাললতে (প্রশস্ত ললাট) সকলবিলাস (সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম ভঙ্গিমা) কলানিলয়ক্রম (নৃত্যকলার অনুক্রম) কেলিচলৎকল (গজেন্দ্রগমনসুলভ চলনভঙ্গি) হংসকুলে (হংসপক্ষিদলের) অলিকুলসঙ্কুল (মক্ষিকাপুঞ্জের দ্বারা সমাকীর্ণ) কুবলয় মণ্ডল (পদ্মফুলের সমাবেশ) মৌলিমিলদ্ (মাথার ওপর চূড়ার মতো করে বাধা চুল); বকুলালিকুলে (বকুল + অলিকুলে; অলিকুল সমাবৃত বকুল ফুল)। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৩ ॥

হে মাতঃ! তোমার সুন্দর প্রশস্ত ললাটখানি পদ্মপত্রের মতো অমলিন নিষ্কলঙ্ক, তুমি ক্রমঃবর্ধমান চন্দ্রকলার মতো উজ্জ্বল ও মনোহরকান্তিময়ী, সর্ববিধ নৃত্যকলা ভঙ্গিমাবিলসিত হংসগতিই হলো তোমার চলনভঙ্গি, তোমার মাথায় চূড়ার মতো করে বাঁধা চুলে অলিকুল সমাবৃত বকুলফুল, সেই মৌমাছির দল যেমন করে পদ্মফুল দলে ভীড় করে ঠিক তেমনভাবেই তারা সেই বকুল ফুলের দিকে ধাবমান। (শেষ পঙক্তির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৩ ॥

করমুরলীরব বীজিতকূজিত লজ্জিতকোকিল মঞ্জুমতে
মিলিতপুলিন্দ মনোহরগুঞ্জিত রঞ্জিতশৈল নিকুঞ্জগতে।
নিজগণভূত মহাশবরীগণ সদ্‌গুণসংভৃত কেলিতলে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ১৪ ॥

করমুরলীরব (হস্তধৃত মুরলী বা বংশীধ্বনি), বীজিতকূজিত (বীজিত,

বায়ুবাহিত, কূজিত, অব্যক্তমধুরধ্বনি সম্বলিত); লজ্জিত কোকিল (যে ধ্বনি শুনে কোকিলও লজ্জা পায়) মঞ্জুমতে (মিষ্টত্বে বা মধুরতায়) মিলিত পুলিন্দ (পুলিন্দ, চণ্ডাল জাতি কিন্তু এখানে সম্মিলিত বনবালার দল) মনোহরগুঞ্জিত (মনোহর সঙ্গীত মুখরিত) রঞ্জিতশৈল (রঙিন গিরিচূড়ার উপর) নিকুঞ্জগতে (কুঞ্জবনবাসী) নিজগণভূত (সমসম্প্রদায়ভুক্ত) মহাশবরীগণ (পার্বত্যজাতীয় বালিকাগণ) সদ্‌গুণসম্ভৃত (সদ্‌গুণবিশিষ্ট সরল) কেলিতলে (ক্রীড়াচঞ্চলময়ী); (শেষ পঙক্তিটির শব্দার্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৪ ॥

হে মাতঃ! তোমার কণ্ঠস্বর হস্তধৃত বংশীধ্বনির মতোই মধুর আর সেই ধ্বনিমাধুর্য সুকণ্ঠ কোকিলদলকেও লজ্জা দেয়, তোমার নিবাস পর্বতশৃঙ্গোপরি কুঞ্জবনে, যে কুঞ্জবন বনবালাদের সঙ্গীত মূর্ছনায় মুখরিত, তুমি সমসম্প্রদায়ভুক্তা সদ্‌গুণান্বিতা সরল বনবালিকা সমাবিষ্ট পার্বত্যপ্রাঙ্গণে ক্রীড়াচঞ্চলময়ী। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৪ ॥

কটিতটপীত দুকূলবিচিত্র ময়ূখতিরস্কৃত চন্দ্ররুচে
প্রণতসুরাসুর মৌলিমণিস্ফুরদংশুলসন্নখ চন্দ্ররুচে।
জিতকনকাচল মৌলিমদোর্জিত নির্ভরকুঞ্জর কুম্ভকুচে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ১৫ ॥

কটিতটপীত (কটিতটে অর্থাৎ কোমরে পরিহিতা); দুকূলবিচিত্র (দুকূল, ক্ষৌমবস্ত্র বা সূক্ষ্মরেশমীবস্ত্র; বিচিত্র নানাবিধ বর্ণশোভিত) ময়ূখতিরস্কৃত (ময়ূখ, আলোকশিখা বা রশ্মি; তিরস্কৃত, ছাপিয়ে ওঠে এমন); চন্দ্ররুচে (চন্দ্রালোক, জ্যোৎস্না) প্রণতসুরাসুর (দেবাসুর দ্বারা বন্দিতা) মৌলিমণিস্ফুর (মুকুটে শোভিত মণিকাঞ্চনাদি হতে বিচ্ছুরিত) দংশুলসন্নখ (সন্নখ, পায়ের

নখ; দংশুল, যা দিয়ে দংশন বা আঘাত করা যায়) চন্দ্ররুচে (চন্দ্রকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল) জিতকনকাচল (সুউচ্চ সুমেরুপর্বতকেও হার মানিয়ে দেয় এমন) মৌলিমদোর্জিত (শিখরের থেকেও তীক্ষ্ণাগ্র) নির্ভরকুঞ্জর (কুঞ্জর অর্থাৎ হস্তীমুখাপেক্ষাও নির্ভর বা অতিমাত্রায় স্থূল) কুম্ভকুচে (পীনোন্নতা) (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৫ ॥

হে মাতঃ! তোমার কটিদেশে পরিহিত সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাকেও ম্লান করে দেয়, তোমার পদাঙ্গুলির নখগুলিও চন্দ্রকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং তোমার চরণে প্রণামরতা দেবদেবীগণের মস্তকস্থিত মুকুটে শোভিত মণিরত্নের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তা তুলনীয়। তোমার পীনোন্নত পয়োধরদুটি হস্তীমুখের চেয়েও অধিকতর স্থূল এবং তা সুউচ্চ মেরুপর্বতের শৃঙ্গ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণাগ্র। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৫ ॥

বিজিতসহস্রকরৈক সহস্রকরৈক সহস্রকরৈকনুতে
কৃতসুরতারক সঙ্গরতারক সঙ্গরতারক সূনুসুতে।
সুরথসমাধি সমানসমাধি সমাধিসমাধি সুজাতরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ১৬ ॥

বিজিত (পরাজিত) সহস্রকরৈক (সহস্রকর অর্থাৎ সূর্যকে) সহস্রকরৈক সহস্রকরৈকনুতে (ভক্তগণের সহস্র সহস্র কর বা হস্তধৃত মাল্যদ্বারা নুতে অর্থাৎ পূজিতা) কৃত (পরাস্ত করা হয়েছে); সুর তারক (সুর অর্থাৎ দেবতাগণের তারক বা তারণকারী বা রক্ষাকারী, এখানে কার্তিকেয়) সঙ্গরতারক (সঙ্গর, আপদ; তারক, তারকাসুর যে দেবতাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল) সঙ্গরতারক (সঙ্গর এখানে যুদ্ধক্ষেত্রের তারক,

তারকাস্বরূপ) সূনুসুতে (দেবীর পুত্র কার্তিক দ্বারা) সুরথ সমাধি (রাজা সুরথের সমাধি বা গভীর তপস্যা), সমাধি সমাধি (বৈশ্য বা বণিক সমাধির তপস্যা); সুজাতরতে (সুজাত, মনোজ্ঞ; এখানে সুজাতরতে অর্থ প্রসন্ন বা তুষ্ট হয়েছিলেন)। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৬ ॥

হে মাতঃ! তুমি অগণিত (সহস্র সহস্র) ভক্তের হস্তধৃত মাল্যদ্বারা পূজিতা, যে হাত সূর্যকে পরাস্ত করার মতো শৌর্যবীর্যের অধিকারী; তোমার পুত্র কুমার কার্তিকেয় দেবতাদের পীড়নকারী তারকাসুরকে বধ করে দেবতাদের রক্ষা করেছিল আর কার্তিকেয় হলেন দেবসেনাপতি, রণক্ষেত্রের উজ্জ্বল তারকাস্বরূপ; তুমি রাজা সুরথ ও বৈশ্যসমাধির গভীর তপস্যায় তুষ্ট হয়েছিলে। (শেষ পঙক্তির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৬ ॥

পদকমলং করুণানিলয়ে বরিবস্যতি যোঽনুদিনং সুশিবে
অয়ি কমলে কমলানিলয়ে কমলানিলয়ঃ স কথং ন ভবেৎ।
তবপদমেব পরং পদমিত্যনুশীলয়তো মম কিং ন শিবে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ১৭ ॥

পদকমলম্ (শ্রীচরণকমল); করুণানিলয়ে (করুণার আধার) বরিবস্যতি (পূজা করেন) যোঃ অনুদিনম্ (যিনি প্রতিদিন) সুশিবে (শুভ ও মঙ্গলকে) অয়ি (হে মাতঃ) কমলে (হে কমলা বা লক্ষ্মীদেবী); কমলানিলয়ে (কমলা বা ব্রহ্মার আবাস); কমলানিলয়ঃ (কমলার আবাস); স কথং ন ভবেৎ (হন না কি তিনি?) তবপদমেব (তোমার শ্রীচরণই) পরম্পদমিত্যনুশীলয়তো (পরম্ + পদম্ + ইতি + অনুশীলয়তঃ—পরমপদের ধ্যানানুশীলনরত),

মম (আমার) কিং ন শিবে (হে শিবা, কি নয়?) (শেষ পঙক্তির শব্দার্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৭ ॥

হে মাতঃ! তুমি করুণার আধার, তুমি সকল মঙ্গলকামিতা ও শুভলক্ষণাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। হে কমলে, যিনি নিজেই কমলার আবাসস্বরূপা, যে ভক্ত তোমার শ্রীচরণ কমলের পূজা করে সে কি কমলালয়ে (বা ব্রহ্মালয়ে) আশ্রয় লাভ করতে পারে না? আমার আর কি চাই? হে শিবা (পার্বতী), তোমার শ্রীচরণকমলের ধ্যান করা ছাড়া আর আমার অন্য কি আশ্রয় থাকতে পারে? (শেষ পঙক্তির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৭ ॥

কনকলসৎকল সিন্ধুজলৈরনুষিঞ্চতি তে গুণরঙ্গভুবং
ভজতি স কিং ন শচীকুচকুম্ভ তটীপরিরম্ভ সুখানুভবম্।
তব চরণং শরণং করবাণি নতামরবাণি নিবাসি শিবম্
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ১৮ ॥

কনকলসৎকল (স্বর্ণাভ বিচ্ছুরিত) সিন্ধুজলৈরনুষিঞ্চতি (সিন্ধু, সমুদ্র; কিন্তু এখানে নদীর জল দিয়ে সিঞ্চন করা) তে (তোমার) রঙ্গভুবম্ (বেদি) ভজতি (ভজনা করে) সঃ (সে) কিং ন (কি না) শচীকুচকুম্ভ (ইন্দ্রপত্নী শচীর মতো সুন্দরী নারীর) তটীপরিরম্ভ (বাহুবেষ্টনের) সুখানুভবম্ (সুখানুভূতি লাভের); তব (তোমার) চরণং শরণং (শ্রীচরণের আশ্রয়) করবাণি (বাগ্দেবী সরস্বতীর হস্ত দ্বারা) নতামরবাণি (সরস্বতী-সেবিত) নিবাসি শিবম্ (মঙ্গলবিধান করেন) (শেষ পঙক্তির শব্দার্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৮ ॥

হে মাতঃ! যে ভক্তগণ স্বর্ণাভবিচ্ছুরিত সিন্ধুবারি দিয়ে সিঞ্চন করে দেয় তোমার বেদি, তারা কি ইন্দ্রপত্নী শচীর মতো সুন্দরী ললনার বাহুবেষ্টনের সুখানুভূতিলাভের যোগ্য নয়? কিন্তু (তার আকাঙ্ক্ষা না করে) বাগ্দেবী সরস্বতী কর্তৃক সেবিত মঙ্গলবিধায়ক তোমার শ্রীচরণযুগলের আমি শরণ গ্রহণ করি। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৮ ॥

তব বিমলেন্দুকুলং বদনেন্দুমলং সকলং ননু কূলয়তে
কিমু পুরুহূতপুরীন্দুমুখী সুমুখীভিরসৌ বিমুখী ক্রিয়তে।
মম তু মতং শিবনামধনে ভবতী কৃপয়া কিমুত ক্রিয়তে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ১৯ ॥

তব (তোমার) বিমলেন্দুকুলম্ (সুবিমল চন্দ্রকান্তি) বদনেন্দু (চন্দ্রবদনখানি বা চন্দ্রকান্তি শ্রীমূর্তিখানি) সকলং মলং (সকল মল, এখানে সকলের উদ্বেগ) কূলয়তে (দূর করতে পারে) পুরুহূত (ইন্দ্র) পুরীন্দুমুখী (ইন্দ্রপুরীর ইন্দুমুখী অর্থাৎ স্বর্গের অপ্সরাগণ) সুমুখীভিরসৌ (সুমুখীভিঃ + অসৌ, তাদের সুমুখ দিয়ে সেই চন্দ্রের প্রতি) বিমুখীক্রিয়তে (বিমুখ হয়েছে) মম (আমার) তু মতং (কিন্তু মত) শিবনামধনে (শিবের নামরূপ ঐশ্বর্যে) ভবতী কৃপয়া (তোমার কৃপায়)। (শেষ পঙ্‌ক্তির শব্দার্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৯ ॥

হে মাতঃ! তোমার সুবিমল চন্দ্রকান্তি মূর্তিখানি তোমার ভক্তমণ্ডলীর মুখমণ্ডল থেকে সকল উদ্বেগ দূর করতে পারে। স্বর্গের অপ্সরাগণ তোমার বিমলকান্তি আননখানি দেখে শশীকলার প্রতিও বিমুখ হয়েছে। আমার মন বলে এই যে,

তোমারই কৃপায় আমাদের মন ভগবান শিবের ধ্যানে মগ্ন হতে পেরেছে। (শেষ পঙক্তির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ১৯ ॥

অয়ি ময়ি দীনদয়ালুতয়া কৃপয়ৈব ত্বয়া ভবিতব্যমুমে
অয়ি জগতো জননী কৃপয়াসি যথাসি তথানুমিতাসিরতে ॥
যদুচিতমত্র ভবত্যুররী কুরুতাদুরুতাপমপাকুরুতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে॥ ২০ ॥

অয়ি ময়ি (হে উমা), দীনদয়ালুতয়া (করুণাপরবশ হয়ে) কৃপয়ৈব (কৃপয়া + এব, কৃপাপরবশ হয়ে) ত্বয়া (তুমি) ভবিতব্যমুমে (আমার প্রতি প্রসন্ন হও); অয়ি জগতো জননী (হে জগৎ জননী, মহাবিশ্বেশ্বরী) কৃপয়াসি যথাসি (অপার কৃপাবর্ষণ) তথানুমিতাসিরতে (তথা + অনুমিত + অসি + রতে, সেইরূপ অনুমান করা যায়); যদুচিতমত্র (যৎ + উচিতম্ + অত্র, যা এখানে উচিত) ভবত্যুররীকুরুতাদুরু (ভবতী + উররী + কুরুতাৎ + উরু, উররী, স্বীকার, উরু, বিশাল; এখানে বিবেচনান্তে তাই কর) তাপমপাকুরুতে (তাপম্ + অপাকুরুতে, তাপ নিরসন করতে)। (শেষ পঙক্তির শব্দার্থ প্রথম স্তবকের শেষ শ্লোকের অনুরূপ) ॥ ২০ ॥

হে উমা! করুণা ও কৃপাপরবশ হয়ে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি যে মহাবিশ্বেশ্বরী, আমাদের সকলের ওপর তোমার অপার কৃপাবরিষণ থেকেই তা বোঝা যায়। আমার হৃদয়তাপ ও যন্ত্রণা নিবারণের জন্য তুমি যা উচিত বিবেচনা কর তাই কর। (শেষ পঙক্তিটির অর্থ প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির অনুরূপ) ॥ ২০ ॥

অম্বা-স্তোত্রম্

(স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত)

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্মিভঙ্গৈঃ।
শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাং
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে ॥ ১ ॥

হে কল্যাণকারিণি মাতঃ, তোমার দুই হাতে সুখ ও দুঃখ। কে তুমি? সংসাররূপ জল প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তুমি কি সর্বদাই নানাপ্রকারে ভগ্ন শান্তিকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্নপর হইতেছ? ১ ॥

সম্পাদয়ন্ত্যবিরতং ত্ববিরামবৃত্তা
যা বৈ স্থিতা কৃতফলং ত্বকৃতস্য নেত্রী।
সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী
জানাম্যহং ধ্রুবমিয়ং ধৃতকর্মপাশা ॥ ২ ॥

যে নিয়তক্রিয়াশীলা দেবী সর্বদা কৃতকর্মের ফল সংযোজনা করিয়া অবস্থিতা, যাঁহাদের কর্মক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে যিনি মোক্ষপদে লইয়া যান, সেই ভবানী আমাকে সর্বদা বর

প্রদান করুন। আমি নিশ্চয়ই জানি, তিনি কর্মরূপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২ ॥

কিং বা কৃতং কিমকৃতং[১] ক্ব কপাললেখঃ
কিং কর্ম বা ফলমিহাস্তি হি যাং বিনা ভোঃ[২]।
ইচ্ছাগুণৈর্নিয়মিতা[৩] নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ
যস্যাঃ সদা[৪] ভবতু সা শরণং মমাদ্যা ॥ ৩ ॥

এ জগতে যাঁহা ব্যতীত ধর্ম বা অধর্ম অথবা কপালের লেখা বা কর্ম বা (তাহার) ফল, এ সকল কিছুই হইতে পারে না, যাঁহার স্বাধীন ইচ্ছারূপ রজ্জু দ্বারা নিয়মসমূহ পরিচালিত, সেই আদিকারণস্বরূপা দেবী সর্বদা আমার আশ্রয়স্বরূপা হউন ॥ ৩ ॥

সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং
সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।
যস্যা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ ॥ ৪ ॥

এই সংসারে যাঁহার অপরিমিতশক্তিশালী বিভূতিসমূহ জন্মমৃত্যু-জালরূপ সমুদ্র বিস্তার করিতেছে এবং অবিকারী বস্তুকে

---

১ পাঠান্তর—কো বা ধর্মঃ কিমকৃতং...।
২ পাঠান্তর—কিম্বাদৃষ্টং ফলমিহাস্তি হি যদ্বিনা ভোঃ।
৩ পাঠান্তর—ইচ্ছাপাশৈর্নিয়মিতা
৪ পাঠান্তর—যস্যাঃ নেত্রী

বিকৃত ও ভগ্ন করিতেছে, বলো, তাঁহার আশ্রয় না লইয়া কাহার শরণাপন্ন হইব? ৪ ॥

মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তব পদ্মনেত্রং
স্বস্থেঽসুখে ত্ববিতথস্তব[১] হস্তপাতঃ।
ছায়া মৃতেস্তব দয়া ত্বমৃতঞ্চ মাতঃ[২]
মুঞ্চন্তু মাং ন[৩] পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে ॥ ৫ ॥

তোমার পদ্মনেত্রের দৃষ্টি—শত্রু-মিত্র উভয়ের প্রতিই সমভাবে পতিত হইতেছে, সুখী দুঃখী উভয়কে তুমি একই ভাবে স্পর্শ করিতেছ। হে মাতঃ, মৃত্যুচ্ছায়া ও জীবন—উভয়ই তোমার দয়া। হে মহাদেবি, তোমার শুভদৃষ্টিসমূহ আমাকে যেন পরিত্যাগ না করে ॥ ৫ ॥

ক্বাম্বা শিবা ক্ব গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
দোর্ভ্যাং বিধর্তুমিব যামি জগদ্বিধাত্রীম্[৪]।
চিন্ত্যং শ্রিয়া[৫] সুচরণং ত্বভয়প্রতিষ্ঠং
সেবাপরৈরভিনুতং[৬] শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

সেই মঙ্গলময়ী মাতাই বা কোথায় এবং হীনবুদ্ধি আমার এই

১ পাঠান্তর—স্বস্থে দুঃস্থে ত্ববিতথং তব
২ পাঠান্তর—মৃত্যুচ্ছায়া তব দয়া অমৃতঞ্চ মাতঃ
৩ পাঠান্তর—মা মাং মুঞ্চন্তু
৪ পাঠান্তর—ধর্তুং দোর্ভ্যামিব মতির্জগদেকধাত্রীম্
৫ পাঠান্তর— শ্রীসঞ্চিন্ত্যং....
৬ পাঠান্তর—সেবাসারৈরভিনুতং

স্তববাক্যই বা কোথায়? আমি আমার এই ক্ষুদ্র দুই হস্ত দ্বারা জগতের বিধাত্রীকে যেন ধরিতে উদ্যত হইয়াছি। লক্ষ্মী যাঁহার চিন্তা করেন, যাঁহার সুন্দর পাদপদ্মে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবাপরায়ণ জনগণ যাঁহার বন্দনা করেন, আমি সেই জগন্মাতার আশ্রয় লইলাম ॥ ৬ ॥

যা মাং চিরায়[১] বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসংসিদ্ধেঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে মতিং[২] সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা শিবা[৩] মম গতিঃ সফলেঽফলে বা ॥ ৭ ॥

সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত চিরদিন যিনি আমাকে নিজকৃত মনোহর লীলাদ্বারা অতি দুঃখময় পথ দিয়া লইয়া যাইতেছেন, যিনি সর্বদা পৃথিবীতে আমার বুদ্ধিকে উত্তমরূপে পরিচালিত করিতেছেন, আমি সফলই হই আর বিফলই হই, সেই কল্যাণময়ী জননীই আমার গতি ॥ ৭ ॥

---

১ পাঠান্তর—যা মামাজন্ম...
২ পাঠান্তর—যা মে বুদ্ধিং...
৩ পাঠান্তর—সাম্বা সর্বা...

ভবান্যষ্টকম্

(শঙ্করাচার্য বিরচিত)

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন নপ্তা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ১ ॥

মম (আমার) ন তাতঃ (পিতা নাই), ন মাতা, ন বন্ধুঃ, ন নপ্তা (পৌত্র নাই), ন পুত্রঃ, ন পুত্রী (দুহিতা নাই), ন ভৃত্যঃ (চাকর নাই), ন ভর্তা (প্রভু নাই), ন জায়া (স্ত্রী নাই), ন বিদ্যা, ন বৃত্তিঃ (জীবিকার উপায় নাই); ভবানি (হে ভবানি) ত্বং গতিঃ (তুমিই আমার গতি) ত্বং গতিঃ ত্বম্ একা এব (তুমিই একমাত্র আমার গতি) ॥ ১ ॥

আমার পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, পৌত্র নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, ভৃত্য নাই, প্রভু নাই, স্ত্রী নাই, বিদ্যা নাই, জীবিকা নাই; হে ভবানি, তুমিই আমার গতি, একমাত্র তুমিই গতি ॥ ১ ॥

ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ
প্রপন্নঃ প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুসংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাঽহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ২ ॥

অপারে (কুলহীন) ভব-অব্ধৌ (সংসার-সাগরে) অহং (আমি) সদা (সর্বদাই) মহাদুঃখ-ভীরুঃ (মহাদুঃখে ভীত), প্রকামী (বাসনাগ্রস্ত), প্রলোভী

(লোভযুক্ত), প্রমত্তঃ (বুদ্ধিশূন্য) কু-সংসার-পাশ-প্রবদ্ধঃ (কুৎসিত সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া) প্রপন্নঃ (তোমার নিকট শরণের জন্য আগত হইয়াছি); গতিস্ত্বম্— ॥ ২ ॥

অপার সংসারসাগরে আমি সর্বদাই মহাদুঃখে ভীত; আমি বাসনাগ্রস্ত, লোভযুক্ত, বুদ্ধিশূন্য এবং কুৎসিত সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি; হে ভবানি— ॥ ২ ॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৩ ॥

[আমি] দানং (দান) ন জানামি (জানি না), ধ্যান-যোগং চ ন (ধ্যানযোগও জানি না), তন্ত্রং (তন্ত্র) ন জানামি, স্তোত্র-মন্ত্রম্ (স্তোত্র ও মন্ত্র) চ ন, পূজাং (পূজা) ন জানামি, ন্যাস-যোগং (সন্ন্যাসযোগ) চ ন, গতিস্ত্বম্— ॥ ৩ ॥

আমি দান ও ধ্যানযোগ জানি না; তন্ত্র, মন্ত্র, স্তোত্র এবং পূজা জানি না; সন্ন্যাসযোগও জানি না; হে ভবানি— ॥ ৩ ॥

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাঽপি মাত-
র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৪ ॥

মাতঃ (মা) [আমি] কদাচিৎ (কখনও) পুণ্যং ন জানামি, তীর্থং ন জানামি,

মুক্তিং ন জানামি, বা লয়ং (চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ যোগ) [জানি না], ভক্তিং ন জানামি বা ব্রতম্ অপি (ব্রতও) [জানি না], গতিস্ত্বম্— ॥ ৪ ॥

মা, আমি কখনও পুণ্য জানি না, তীর্থ জানি না, মুক্তি জানি না, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ জানি না অথবা ব্রতও জানি না; হে ভবানি— ॥ ৪ ॥

কুকর্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাঽহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৫ ॥

অহং (আমি) সদা কু-কর্মী, কু-সঙ্গী, কু-বুদ্ধিঃ, কু-দাসঃ (কুৎসিত ব্যক্তির দাস), কুল-আচার-হীনঃ, কদাচার-লীনঃ, কু-দৃষ্টিঃ (কুৎসিত বিষয়ে অভিনিবিষ্ট), কুবাক্য-প্রবন্ধঃ (এবং কুবাক্য-প্রয়োগে তৎপর); গতিস্ত্বম্— ॥ ৫ ॥

আমি সর্বদাই কুকর্মে রত, কুসঙ্গে মগ্ন, কুবুদ্ধিপূর্ণ, কুজনের দাস, কুলহীন, আচারহীন, কদাচারশীল, কুৎসিত বিষয়ে অভিনিবিষ্ট এবং কুবাক্যে তৎপর; হে ভবানি— ॥ ৫ ॥

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সুরাণাং শরণ্যে
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৬ ॥

শরণ্যে (হে শরণদায়িকে) [আমি] কদাচিৎ (কখনও) প্রজা-ঈশং

(ব্রহ্মা), রমা-ঈশং (বিষ্ণু), মহা-ঈশং (শিব), সুর-ঈশং (ইন্দ্র), দিন-ঈশং (সূর্য), নিশীথ-ঈশ্বরং (চন্দ্র) বা সুরাণাং (দেবগণের মধ্যে) অন্যং চ (অপর কাহাকেও) কদাচিৎ (কখনও) ন জানামি; গতিস্ত্বম্— ॥ ৬ ॥

হে শরণ্যে, আমি প্রজাপতি, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, সূর্য বা বিশ্বনাথকে অথবা দেবগণমধ্যে অপর কাহাকেও কখনও জানি না, হে ভবানি— ॥ ৬ ॥

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে বাঽনলে পর্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৭ ॥

শরণ্যে (হে প্রপন্নপালিকে) মাং (আমাকে) বিবাদে, বিষাদে (শোকে), প্রমাদে (ভ্রমে), প্রবাসে, জলে, অনলে (অগ্নিমধ্যে), পর্বতে, শত্রুমধ্যে বা অরণ্যে সদা (সর্বদা) প্রপাহি (প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা কর); গতিস্তম্— ॥ ৭ ॥

হে শরণ্যে, আমাকে বিবাদে, বিষাদে, প্রমাদে, প্রবাসে, জলে, অনলে, পর্বতে, শত্রুমধ্যে বা অরণ্যে সর্বদা রক্ষা কর; হে ভবানি— ॥ ৭ ॥

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাঽহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৮ ॥

অহং (আমি) সদা (সর্বদা) অনাথঃ (নায়কশূন্য), দরিদ্রঃ জরা-রোগ-

যুক্তঃ (জরাজীর্ণ ও রোগগ্রস্ত), মহা-ক্ষীণ-দীনঃ (অতি ক্ষীণ ও দীন), জাড্য-বক্ত্রঃ (স্তোত্রাদিবিষয়ে অপারগ), সদা (সর্বদা) বিপত্তৌ (বিপদে) প্রবিষ্টঃ (পতিত), প্রনষ্টঃ (সর্বপ্রকারে সমস্ত হারাইয়াছি), গতিস্ত্বম্— ॥ ৮ ॥

আমি সদাই অনাথ, দরিদ্র, জীর্ণ, রোগগ্রস্ত, অতি ক্ষীণ, দীন, বাক্যে অপারগ, সর্বদা বিপদে মগ্ন এবং সর্বপ্রকারে বিনষ্ট হইয়াছি; হে ভবানি— ॥ ৮ ॥

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥